ঘুমের আড়ালে অন্য ভোর

জামিনুর ইসলাম

সা
প্র
সাগরিকা প্রকাশনী

ঘুমের আড়ালে অন্য ভোর
জামিনুর ইসলাম

প্রকাশকাল
আগস্ট, ২০২৬

প্রকাশক
চাষী এসকে খান
সাগরিকা প্রকাশনী
গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭৩১-৫৬৪১৬৪, Email: sagorikaprokasoni@gmail.com

বর্ণবিন্যাস
মোঃ জহির উদ্দীন

প্রচ্ছদ
মোঃ জহির উদ্দীন

মুদ্রণে
সাগরিকা প্রিন্টার্স
২৮/১, রূপচাঁদ লেন, ঢাকা- ১১০০

মূল্যঃ ৩০০.০০ টাকা

ISBN: 978-984-29056-0-0

Ghumer Arhale Onno Bhor Written by Jaminur Islam,
Published by **Sagorika Prokashoni**
Gazipur Chowrasta, Gazipur, Bangladesh.

Price: Three Hundred Tk Only.

উৎসর্গ

জীবনের এই দীর্ঘ পথচলায় আমার প্রিয়তম সাথীকে—
যে কেবল আমার ঘর নয়, আমার হৃদয়েরও স্থপতি। যার বিশ্বাসের হাত ধরে
আমি আধ্যাত্মিকতা আর আগামীর স্বপ্নে বিভোর হয়েছি; তাকেই উৎসর্গ করলাম
আমার এই ক্ষুদ্র শব্দমালা।

লেখকের কথা

কবিতা আমার কাছে কেবল শব্দের বুনন নয়, বরং অন্তরাত্মার এক গভীর আর্তি। আমার কাব্যভাবনায় 'ঘুম' কেবল বিশ্রামের মুহূর্ত নয়, বরং এটি জড়তা, স্থবিরতা এবং সামাজিক অন্ধকারের এক নিগূঢ় প্রতীক যা এক কথায় বিবেকের ঘুম । যখন আমরা চারপাশের অন্যায় কিংবা জীবনের একঘেয়েমি দেখেও অবচেতন মনে চোখ বন্ধ করে থাকি, আমি সেটাকেই 'ঘুম' হিসেবে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছি। তবে এই অন্ধকারের পরেই আসে 'ভোর', যা নতুন সম্ভাবনা, জাগরণ এবং মুক্তির বার্তা বহন করে। রাতের আঁধার চিরে যখন আলোর রেখা ফুটে ওঠে, তখন তা মূলত সব স্থবিরতা ভেঙে এক নতুন সূচনারই ইঙ্গিত দেয়।

জীবনের প্রতিটি বাঁকে আমরা কখনো আলোর মুখোমুখি হই, আবার কখনো নিবিড় অন্ধকারের। তবে ঘোর অন্ধকারের শেষেই যে এক নতুন ভোরের প্রতীক্ষা লুকিয়ে থাকে—সেই অটল বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছে আমার এই কাব্যগ্রন্থ—'ঘুমের আড়ালে অন্য ভোর'।

মানুষের মন এক বিচিত্র জগৎ। সেখানে জমে থাকা বিষাদ, না-বলা দীর্ঘশ্বাস আর ধূসর স্মৃতির অন্তরালে সবসময়ই এক চিলতে ভোরের রোদ হাসে। এই সংকলনের কবিতাগুলোতে আমি সেই লুকানো ভোরের আলোকেই ধরার চেষ্টা করেছি। প্রতিটি ছত্রে মিশে আছে সমসাময়িক জীবনবোধ, হারিয়ে যাওয়া কোনো অন্ধকারের হাহাকার আর আগামীর সোনালি স্বপ্নের হাতছানি। মূলত আমাদের জীবন কখনো গদ্যের রূঢ়তায়, আবার কখনো ছন্দের মাধুর্যে—মিল আর অমিলের দোলাচলে বহমান। গদ্য ও ছন্দের সেই নান্দনিক মেলবন্ধন নিয়েই সাজানো হয়েছে 'জীবন তরী'র এই কারুকার্য।

কাব্যগ্রন্থটিকে চারটি ভিন্ন আঙ্গিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি পর্বের শুরুতে রয়েছে সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট। পাঠকদের মনে যেন একঘেয়েমি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রেখে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ ও গদ্যের এক নতুন যাত্রা এখানে তুলে ধরেছি।

হয়তো পাঠকরা এই পঙ্‌ক্তিগুলোর মাঝে নিজের কোনো না-বলা কথা কিংবা স্মৃতির অবয়ব খুঁজে পাবেন। আমার এই লেখনী যদি কারও মনের নিভৃত আকাশে সামান্যতম আলোর রেখাও ফুটিয়ে তুলতে পারে, তবেই লেখক হিসেবে আমার শ্রম সার্থক হবে।

বইটি প্রকাশের পেছনে যাঁদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা ছিল, তাঁদের প্রতি জানাই বিনম্র কৃতজ্ঞতা। পাঠকদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও গঠনমূলক সমালোচনা আগামী দিনে আমার পথচলার পাথেয় হয়ে থাকবে।

সবাই ভালো থাকুন। কবিতার আলোয় আলোকিত হোক আমাদের আগামীর প্রতিটি ভোর।

জামিনুর ইসলাম

জামালপুর

প্রিয় পাঠক,

জীবন-দর্শন, ভবিষ্যৎ ও আধ্যাত্মিকতা; প্রেম-বিরহ ও মানবিক অনুভূতি; দ্রোহ-বিপ্লব ও সামাজিক বোধ আর মৃত্তিকা, দেশ ও শিকড়ের টান—এই চার মূলসুরেই বাঁধা আমাদের যাপিত জীবনের প্রতিটি দিন। আমাদের চলার পথের এই বিচিত্র অনুভূতিগুলোকে এক সুতোয় গেঁথেছে কাব্যগ্রন্থ—"ঘুমের আড়ালে অন্য ভোর"। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা আপনার পরিচিত চেনা স্মৃতিগুলোতে নতুন রঙের প্রলেপ দেবে, আর প্রতিটি কবিতায় আপনি খুঁজে পাবেন নতুন এক ভোরের সতেজ আমন্ত্রণ। আমাদের যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি আর ঘুমের আড়ালে যে অন্য এক ভোর লুকিয়ে থাকে, এ গ্রন্থটি সেই চেতনারই এক শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ।

কবির গভীর পর্যবেক্ষণ ও সংবেদনশীল লেখনী পাঠককে আত্মানুসন্ধানের এক নতুন যাত্রায় নিয়ে যায়। প্রতিটি পঙক্তিতে ফুটে উঠেছে জীবনের আলো-ছায়া, নিঃসঙ্গতা অতিক্রম করে নতুন আলোয় ফেরার আকুলতা। অন্ধকার পেরিয়ে আলোর দিশা খোঁজার এই প্রয়াস কেবল কাব্যের ব্যাকরণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের অব্যক্ত অনুভূতির প্রতিধ্বনি।

আশা করি, "ঘুমের আড়ালে অন্য ভোর" কাব্যগ্রন্থটি আপনার চিন্তার জগতে নতুন দোলা দেবে এবং নিভৃত অবসরে হয়ে উঠবে এক অন্যতম বিশ্বস্ত সঙ্গী।

সবাইকে শুভকামনা ও কাব্যিক শুভেচ্ছা।



কবিতা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	কবিতা

(ক)

জীবন-দর্শন, ভবিষ্যৎ এবং আধ্যাত্মিকতা

ভূমিকা

জীবনদর্শন, ভবিষ্যৎ এবং আধ্যাত্মিকতা—এই তিনটি শব্দ যেন মানব অস্তিত্বের এক অবিচ্ছেদ্য ত্রয়ী। জীবনদর্শন আমাদের শেখায় বর্তমানকে চিনতে এবং প্রতিকূলতার মাঝেও নিজের সত্তাকে টিকিয়ে রাখতে। অন্যদিকে, ভবিষ্যৎ হলো এক অজানা দিগন্ত, যা আমাদের প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখতে এবং এগিয়ে যেতে প্রেরণা জোগায়। দৃশ্যমান জগতের এই ব্যস্ততা আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মাঝে মানসিক প্রশান্তি ও ধ্রুব সত্যের সন্ধান দেয় আধ্যাত্মিকতা।

যখন আমরা জীবনদর্শনের সাথে আধ্যাত্মিক চেতনার মেলবন্ধন ঘটাই, তখনই ভবিষ্যতের পথচলা হয়ে ওঠে আরও অর্থবহ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ। মূলত আত্মিক অনুসন্ধান আর বাস্তববাদী দর্শনের সমন্বয়ই মানুষকে প্রকৃত সার্থকতা ও মুক্তির স্বাদ দিতে পারে। আমাদের জীবনে কখনো প্রাপ্তি, কখনো অপূর্ণতা; কখনো মিল আবার কখনো গরমিল। এই আশা-নিরাশার দোলাচলেই আমাদের জীবনের প্রকৃত ভালোবাসা খুঁজে নিতে হয়। এই কাব্যগ্রন্থে শব্দ, ছন্দ আর গদ্যের আল্পনায় সেই দর্শনেরই প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেছি, যেখানে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা আর আত্মার গূঢ় সত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

হাতের মুঠোয় বিশ্ব

আগের দিনের ডাকপিয়ন আজ বন্দি ছোট্ট বাক্সে,
মুহূর্তেই খবর ছোটে এ দেশ থেকে ও দেশে।
হাতের তালুর একটি ছোঁয়ায় পৃথিবী আসে কাছে,
অজানাকে জানার নেশা মোবাইলেই তো আছে।
এ প্রজন্মের তরুণ হাতে এটিই আসল চাবিকাঠি,
শিখছে তারা নতুন ভাষা, ভাঙছে পুরনো পাটি।
ক্লাসরুম আজ স্ক্রিনের ভেতর, নেইকো সীমানা আর,
পকেটেই এখন জ্ঞানভাণ্ডার, খুলেছে রুদ্ধদ্বার।
পুরনো সেই বইয়ের ব্যাগ আর লাইব্রেরির ওই ভিড়,
মোবাইল আজ এনেছে বদলে শান্ত নদীর তীর।
এক ক্লিকেই বিশ্বদুয়ার, হার্ভার্ড আজ ঘরের কোণে,
গ্রামের কিশোর কোডিং শেখে অদম্য সব স্বপ্ন বুনে।
ব্ল্যাকবোর্ডের দিনগুলি সব জমা হচ্ছে স্মৃতিতে,
ভিডিও ক্লাসে জীবন গড়ি নতুন কোনো রীতিতে।
অঙ্কের জটিল সমীকরণ কিংবা বিজ্ঞানের ধাঁধা,
মোবাইলেই তো মিলছে সমাধান, ঘুচছে জ্ঞানের বাধা।
দূর প্রবাসের বাবা দেখেছে আদরের সেই মুখ,
ভিডিও কলে মুছে যায় সব বিচ্ছেদের ওই দুখ।
উৎসব আর পার্বণে আজ বার্তা যায় চলে,
আড্ডাগুলো জমে ওঠে সব 'গ্রুপ চ্যাট'-এর দলে।

মানুষে মানুষে দূরত্ব নেই, সবাই সবার কাছে,
অচেনা পৃথিবী বন্ধু হয় ইন্টারনেটের আঁচে।
ভবিষ্যতে বদলে যাবে চেনা যত সব রূপ,
মোবাইল হবে মানুষের ছায়া, করবে না কেউ চুপ।
কৃত্রিম মেধা আসবে মিশে আমাদেরই চেতনায়,
কাজ হবে সব নিমিষেই— কেবল আঙুলের ইশারায়।
তবুও কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে আসল দেখার চোখ,
আঙুলের ছোঁয়ায় বাড়ছে কেবল 'লাইক' পাওয়ার রোগ।
সামনাসামনি কথা বলার ফুরিয়ে যাচ্ছে সুর,
পাশের মানুষটি বসে থাকলেও মনে হয় বহুদূর।
প্রযুক্তি চেয়েও প্রযুক্তি হবে ভবিষ্যতের ঘেরা
কতো কিছু হারিয়ে গেল মানুষেরই গড়া ।
যন্ত্র কি তবে কেড়ে নেবে মায়া আর অনুভূতি?
নাকি মোবাইলই হবে মানুষের বড় এক শক্তি?
যন্ত্র যেন না হয় মালিক, যন্ত্র থাকুক হাতে,
মনুষ্যত্ব আর মায়া যেন বেঁচে থাকে সাথে।
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলুক এগিয়ে চলা,
প্রযুক্তির ডানায় ভর করে আগামীর কথা বলা।

শূন্যের হাহাকার

বাতাস বিদীর্ণ হলো না কোনো শব্দে,
অথচ বুকের গহীনে একটা মানচিত্র ছিঁড়ে গেল—
নিঃশব্দ সেই ধাতব খণ্ডটি
বাতাসের চাদর সরিয়ে এগিয়ে এল শিকারির মতো।
সেখানে কোনো গর্জন ছিল না,
ছিল না কোনো আগাম সতর্কবার্তা।
অন্ধকারের বুক চিরে এক ঝলক বিষাদ
মিশে গেল উষ্ণ রক্তস্রোতের মোহনায়।
স্মৃতিগুলো তখন নিথর হয়ে ঝুলে আছে
চোখের পাতায় জমে থাকা শেষ রোদ্দুরে;
শব্দহীন ঘাতক তার কাজ সেরে ফিরে যায়
শূন্যতার এক অন্য মহাকাশে।
বিস্ফোরণ ঘটেনি বাইরে,
কিন্তু ভেতরে একটা আস্ত পৃথিবী ধসে পড়ল—
একদম নিভৃতে।
এখন কেবল হাড়কাঁপানো নীরবতা,
ক্ষতচিহ্নহীন এক ধ্বংসস্তূপের কিনারে—
যেখানে দীর্ঘশ্বাসও পথ হারায়,
আর অব্যক্ত যন্ত্রণারা জন্ম দেয় এক নতুন মানচিত্রের।

সময়ের সাথে পথচলা

পুরোনো সব জীর্ণ বাধা ফেলো পিছে ফেলে,
নতুন আলোর মশালখানি ধরো এবার জ্বেলে।
বিশ্বগতির সাথে আজ মেলাতে হবে তাল,
হালনাগাদ এই স্রোতে তুমি শক্ত ধরো হাল।
প্রযুক্তির এই জয়যাত্রায় থমকে থাকা ভুল,
জ্ঞানের সাগরে ডুব দিয়ে ভাই কুড়াও রাশি ফুল।
সীমানা ছাড়িয়ে অজানাকে জানার নেশায় ছোটো,
নিজেকে গড়ে আগামীর তরে দপ করে আজ ওঠো।
ডিজিটাল এই ব্যস্ত যুগে দক্ষ হও কাজে,
শৈল্পিক সব ভাবনা যেন তোমার মাঝে বাজে।
গণ্ডি ছেড়ে আকাশপানে মেলো তোমার ডানা,
অসাধ্য আজ নেইকো কিছু, নেই যে কোনো মানা।
সৃজনকর্তার অসীম দানে ধন্য তোমার প্রাণ,
অন্তরে জাগুক সত্যের আলো, গাও সাম্যের গান।
আত্মার মাঝে খুঁজে নাও তুমি আপন মুক্তিপথ,
বিশ্বস্ততায় অবিচল থেকে টানো সত্যের রথ।
বিশ্ব যখন শিখরে যায়, আমরা কেন পিছে?
অলস হয়ে বসে থাকা সকলি আজ মিছে।
হাতে হাত রেখে মেধা আর শ্রমে লড়ব এক সাথে,
বিজয় নিশান উড়বে সবার আগামীর প্রভাতে।
অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে আসবে নতুন দিন,
পুরোনো ঋণ শোধ করে আজ হও গো ক্লান্তিহীন।
স্বপ্নজয়ের অদম্য সাহসে বুকটা বেঁধে নাও,
সময়ের এই মিছিলে তুমি শ্রেষ্ঠ হয়ে যাও।

ছায়া মরণান্ত মেলা

বিক্ষুব্ধ অশ্রুর পলি জমে আছে মনের গহীনে,
সেখানে এক অসীম আকাশ, এক অতলান্ত সাগর।
এপার-ওপারের যা কিছু প্রাণবন্ত— চেনা এই চরাচরে,
সবই তো একদিন মরণান্ত!
বিধাতা স্বাদে বুনেছেন সহস্র প্রাণের স্পন্দন,
আবার তাঁরই খেয়ালে ঘনিয়ে আসে মৃত্যুর ধূসর ছায়া।
সেই ছায়া অবিরাম ঘোরে স্মৃতির অলিন্দে,
কিংবা নির্জন কোনো চেনা পথের বাঁকে।
বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যায় প্রিয়তমার নরম স্পর্শ,
জেগে থাকে শুধু এক দীর্ঘ, ঘুমন্ত রাত।
যে রাতে জোনাকিরা আলো বিলাতে ভুলে যায়—
শুধু কালপুরুষের বুকে আছড়ে পড়ে বিদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস।
ঘুমের এই নিবিড় আড়ালে—
হয়তো প্রতীক্ষা চলে অন্য কোনো অচেনা ভোরের।

পৃথিবীর নবায়ন

এই পৃথিবীতে তোমার আসা মানে—
নতুন কোনো দিগন্তের উন্মোচন,
নতুন কিছু সৃষ্টি হওয়া।
তোমার আগমনে যেন শব্দকোষে
সংকলিত হয় আগামীর নতুন সংস্করণ।
তোমার পদধ্বনি শোনা মানেই—
জরাজীর্ণ জীবন থেকে ধূসরতার বিদায়,
স্মৃতি আর জীর্ণ পাতার ঝরে যাওয়া।
তোমার ওই সৃজনী ছোঁয়ায়,
আরেকবার—
নতুন করে সৃষ্টি হয় এই চেনা পৃথিবী।

শেষ জামানায়

শেষ জামানায় আসবে নেমে ঘোর অমানিশা কাল,
মিথ্যে দিয়ে ঘিরবে মানুষ মায়ার বিষম জাল।
আপন মানুষ পর হবে সব, বাড়বে চোখের জল,
সত্য ত্যাজি মানুষ ধরবে মিথ্যে কথার ছল।
শেষ জামানায় ন্যায়-নীতি সব হারিয়ে যাবে দূরে,
অশান্তি আর হাহাকার রবে প্রতিটি অন্তরে।
পাপের পাল্লা ভারী হবে, কমবে নেকির কাজ,
মানুষ ভুলে যাবে বোধহয় সৃষ্টিকর্তার লাজ।
শেষ জামানায় তুচ্ছ হবে দীনের সঠিক পথ,
স্বার্থপরতায় মত্ত হবে সকল দল ও মত।
শেষ জামানায় জ্ঞানের আলো নিভবে পলে পলে,
মূর্খরা সব আসন পাবে চতুর কথার ছলে।
আমানতের খেয়ানত হবে ঘরে এবং বাইরে,
শান্তি খুঁজে মরবে মানুষ—শান্তি কোথাও নাইরে।
শেষ জামানায় সময় যাবে দ্রুতবেগে ধেয়ে,
বরকত সব যাবে কমে অভাব আসবে ছেয়ে।
পিতা-মাতার সম্মানটুকু ধুলোয় হবে লীন,
মানুষ হবে ভোগবিলাসী, ভুলবে পরকাল ও দীন।
শেষ জামানায় ফিতনা জাগবে দিকে দিকে ভাই,
ইমান রাখা কঠিন হবে—কোথাও নিস্তার নাই।
আগুনের ঐ কয়লা যেন হাতের মুঠোয় রাখা,
তেমনই হবে একলা পথে দ্বীনের তরী হাঁকা।
তবুও যারা ধরবে মনে বিশ্বাসের সেই আলো,
তারাই শেষে ধন্য হবে, বাসবে খোদা ভালো।

আবর্তন

সুখ ঘোরে, দুঃখ ঘোরে, ঘোরে ধূলিকণা—
বিরামহীন আবর্তনে চলে আল্পনা।
রোদ ঘোরে, ছায়া ঘোরে মেঘের গহন কোণে,
বৃষ্টির সুর ছন্দ তোলে ব্যাকুল মনে মনে।
বায়ু ঘোরে, শ্বাস ঘোরে, ঘোরে অনুরাগ,
প্রেমের সাথে আবর্তিত হয় ঘৃণা আর রাগ।
সাজ ঘোরে, রূপ ঘোরে— আড়ালে কুৎসিত,
জীবন-মরণ সমান্তরাল, ভুবন সুসজ্জিত।
জল ঘোরে, আগুন ঘোরে তৃষ্ণার অন্বেষণে,
তপ্ত নিশাস আবর্তিত মহাকালের ক্ষণে।
সময় ঘোরে, ইতিহাস ঘোরে কলমেরই ডগায়,
হাসি-কান্না মিছিল করে জীবনের এই পথায়।
ভয় ঘোরে, সাহস ঘোরে মনের দ্বন্দ্বে মাতি,
মৌন সৃজন ঘোরে ধরায় আঁধার চিরে বাতি।
শূন্য ঘোরে, পূর্ণ ঘোরে স্মৃতির তরী বেয়ে,
ভবিষ্যতের তরঙ্গ ওই আসছে ধেয়ে ধেয়ে।
পাপ ঘোরে, পুণ্য ঘোরে বিবেকের ওই আয়নায়,
মানুষ কেবল নিজের ছবি প্রতিচ্ছবিতে পায়।
চক্র ঘোরে, ললাট ঘোরে— ঘোরার শেষ নাই,
স্তব্ধ কবি আবর্তনের মহাকাব্যই গাই।
জন্ম ঘোরে, মৃত্যু ঘোরে মাটির টানে টানে,
সব হারানো মিলে যায় ওই পরম এক গানে।
আবর্তনই ধ্রুব সত্য, আবর্তনই প্রাণ—
শেষ হয়েও শেষ হয় না মহাজাগতিক গান।

ভবিষ্যৎ

প্রযুক্তি মানুষকে করবে ক্রমেই একা,
প্রেম-প্রীতি রবে চার দেয়ালে বন্দি রাখা।
কেউ কারো হবে না জীবন-মানের সাথী,
হৃদয় ছাপিয়ে জাগবে যান্ত্রিক বিভাতি।
মানুষ ভিনগ্রহে করবে অবাধ যাওয়া-আসা,
ধুলোয় মিশবে মাটির টান আর পুরোনো ভালোবাসা।
কৃত্রিম মায়ায় মানুষ যখন মন সঁপিতে লড়বে,
আসল-নকলের ধাঁধায় পড়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে।
আবেগের জায়গায় ঠাঁই নেবে কেবল শীতল চিপ,
নিভে যাবে নিভৃত কোণের মায়ার মাটির দীপ।
রক্তের টান হবে ফিকে, যন্ত্রই হবে সব—
মানুষ হারাবে তার চিরচেনা প্রাণের মহোৎসব।
স্মৃতির পাতায় জমা হবে ধুলোমাখা সেই ঘর,
আপন মানুষও চেনা শহরে হবে অতিশয় পর।
বিবেকের ঘরে বসবে যখন যান্ত্রিক কোনো পাহারা,
মানুষ খুঁজবে দিশেহারা হয়ে ধ্রুবতারা বা সাহারা।
তবুও মানুষ স্বপ্ন বুনবে, ভাঙবে আঁধার কালো,
হৃদস্পন্দনে ফিরবে সবুজ, জ্বলবে প্রাণের আলো।

মানিয়ে নিতে হয়

যে যেখানে থাকতে হয়—
সেখানেই মানিয়ে নিতে হয়।
কষ্ট হয়তো জল হয়ে ঝরে,
সুখ হয়তো অবেলায় বেদনার সুর টানে।
প্রিয়ার চোখে সমুদ্রের লহর ওঠে,
উথাল-পাথাল সেই ঢেউয়ের সাথেই মানিয়ে নিতে হয়।
রক্তে-মাংসে, প্রতিটি রক্তকণার মাঝে—
অস্থি-মজ্জার নিভৃতে মানিয়ে নিতে হয়।
শহর বদলায়, মানুষ বদলায়,
বদলে যায় চেনা পথের পরিচিত বাঁক;
তবুও টিকে থাকার আদিম টানে—
অচেনাকেই চিনে নিয়ে মানিয়ে নিতে হয়।
আকাশের মেঘেরা বৃষ্টি হয়ে ঝরুক,
কিংবা রোদে পুড়ে ছাই হোক তপ্ত মাটি;
হৃদয়ের ক্ষতটাকে আলতো করে ঢেকে—
হাসিমুখের আড়ালে মানিয়ে নিতে হয়।
সব পেয়ে যাওয়া তো জীবনের ধর্ম নয়,
কিছুটা হারিয়েও পূর্ণতা খুঁজে নিতে হয়।
দিনশেষে নিজের কাছে ফেরার পথে—
নিজেকেই নিজের সাথে মানিয়ে নিতে হয়।
অবশেষে জমানো দীর্ঘশ্বাসগুলো যখন এক হয়,
বুঝে নিতে হয় এটাই বেঁচে থাকার নিগূঢ় জয়।
না-পাওয়ার অতলে না তাকিয়ে বরং—
নিয়তিকে বন্ধু ভেবেই মানিয়ে নিতে হয়।